ঢাকা, বুধবার 13 December 2017, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী

দৈনিক সংগ্রাম

দেশে আরও ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে -অর্থমন্ত্রী

প্রকাশিত: বুধবার ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ | প্রিন্ট সংস্করণ

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বাড়লে কোন সমস্য নেই। দেশে আরও ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। এখনও ৩ কোটি মানুষ ব্যাংকিং সেবার বাহিরে রয়েছে। এদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ইডিসি) স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গবর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, অর্থ সচিব মুসলেউদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মাসুদ আহমেদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম এ শহীদুল হক, প্রকল্প পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রউফ তালুকদারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাহী এবং মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ জনবল তৈরির প্রশিক্ষণের জন্য ২২ কোটি ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার টাকার দুটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রকল্প পরিচালক এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মধ্যম এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাবে দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতে প্রায় ২ লাখ বিদেশী কর্মী কাজ করছেন। এতে প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) প্রকল্পটি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এডিএফ ঋণ, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশনের (এসডিসি) অনুদান এবং বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদে বাস্তাবায়িত হচ্ছে। ২০১৪-২০২০ মেয়াদে দক্ষতা উন্নয়নে ৫ লাখ ২ হাজার জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ায় সহায়তা করা হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এখন বিপুল পরিমাণ বিদেশী কাজ করছে। এতে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা দেশের কাজে লাগছে না। আমরা নিজেরাই দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো গতিশীল করবে।

দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বাড়লে কোনো সমস্যা হবে না বলে মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রেক্ষাপটে আরও ব্যাংক প্রয়োজন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, নতুন তিনটি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। কারণ দেশে সব জনগণকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে আরও ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোকে একীভূত করার বিধিবিধান রয়েছে। সেটাকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে। যেসব ব্যাংক একীভূত হতে চায়, নিয়মানুযায়ী তারা একীভূত হতে পারবে।

একটি গ্রুপ দেশের কয়েকটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরেও রয়েছে। একটি পার্টি মার্কেট থেকে বড় অংকের ঋণ নিয়ে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে

দেখছি।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, সরকার দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে। এটা অত্যন্ত ভালো কথা। উদ্যোগটি আরো আগে নেওয়া উচিত ছিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে বিদ্যমান সম্পদ নিয়েই ৫০ শতাংশ বেশি উপার্জন করা সম্ভব। আমাদের দেশে প্রশিক্ষিত লোকের যে অভাব রয়েছে, আশা করি, সরকারের এ উদ্যোগ সে অভাব পূরণে সক্ষম হবে।